
খোকা খুকুর
লেখা পড়া

Written in accordance with the new Syllabus for Class II of all Schools of West Bengal and Bengali Medium Schools of U. P., Behar, M. P., Orissa and Delhi.



দ্বিতীয় ভাগ

[দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. টি.,

কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ;
কলিকাতা, যাদবপুর, উত্তরবঙ্গ ও উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ; কাব্য-
সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস,
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ, রবি-পরিক্রমা,
রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক, রবীন্দ্রনাট্য-সমীক্ষা
প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা

Publisher :
Ashutosh Das
Students' Book Supply
15 College Square
Calcutta-700073

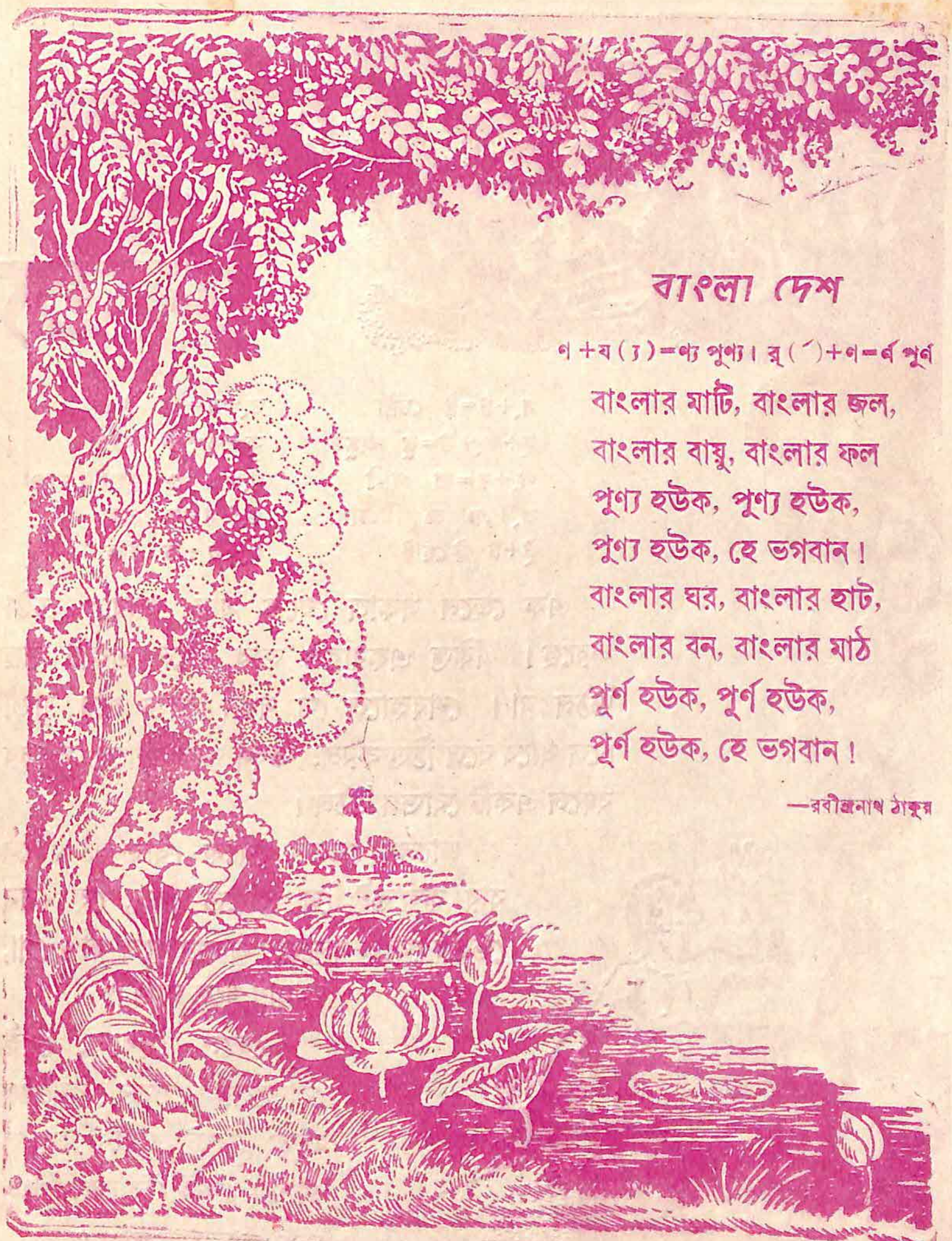
মূল্য—৬-০০

KHOKAKHUKUR LEKHAPARA—Part—II
By
Kanak Bandyopadhyaya
Reprint : 1980

Printer—A. T. Das
Rupasree Press
18 Kailas Bose Street
Calcutta-700006

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাংলা দেশ	১
জেলে ও দৈত্য	২
বাংলার বাঘ	৪
বন-ভোজন	৬
গান্ধীজী ও অস্পৃশ্যতা	৮
পাড়াগাঁ	১০
বোকা হাতী	১১
মজার দেশ	১৩
খুকুর স্বপ্ন	১৫
ছয় ঋতু	১৭
রেলগাড়ী	১৮
স্বামী বিবেকানন্দ	২০
পরীর ডানা	২২
বসন্তে	২৪
উলটা পালটা	২৬
অমলের বিদ্যালয়	২৮
মিশ্রবর্ণ সংযোগ	২৯
কুকুরের ভালোবাসা	৩০
মতির নাতি	৩১
টুনটুনি পাখী	৩৪
ছোট নদী	৩৭
পাড়াগাঁয়ের ঝড়	৩৮
শেয়াল ও কুমীর	৪০
আজব বিচার	৪২
পাকাপাকি	৪৬
অজয় ও বিজয়	৪৭



বাংলা দেশ

ণ + য (্য) = ণ্য পুণ্য। র্ (´) + ণ = র্ণ পূর্ণ

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান!
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



জেলে ও দৈত্য



ষ্+ট=ষ্ট চেষ্টা	ত্+য=ত্য দৈত্য
দ্+ভ্+উ=দ্ভু অদ্ভুত	ক্+ত=ক্ত বিরক্ত
প্+র=প্র প্রাণী	ণ্+ড=ণ্ড কুণ্ডলী, কাণ্ড
জ্+ঞ=জ্ঞ জিজ্ঞাসা	ঙ্+গ=ঙ্গ সঙ্গে
ট্+ট=ট্ট ছোট্ট	চ্+ছ=চ্ছ ইচ্ছা

এক জেলে সকাল থেকে মাছ ধরবার চেষ্টা করছে। কিন্তু একবারও তার জালে একটি মাছ উঠল না। শেষকালে সে যখন বিরক্ত হয়ে বাড়ী চলে যাবে বলে ঠিক করল, তখন তার জালে মাছের বদলে একটি বোতল উঠল।



জালের ভেতর থেকে বোতলটি টেনে বার করতেই সে শুনতে পেল, কে যেন ভেতর থেকে বলছে, "আমায় খুলে দাও গো, আমায় খুলে দাও!"

জেলে দেখলে, সেই বোতলের ভেতর ব্যাঙের মতো ছোট্ট একটা অদ্ভুত প্রাণী। সে-ই চেঁচাচ্ছে, "খুলে দাও গো, খুলে দাও!"

জেলে বোতলের ছিপিটি টান মেরে খুলে ফেলল। ছিপি খুলতেই প্রথমে বোতলের ভেতর থেকে ভীষণ ধোঁয়ার কুণ্ডলী বার হতে লাগল। আর সেই সঙ্গে ঐ প্রাণীটাও সুড়ুৎ করে বার হয়ে এল।

তারপরেই কী আজব কাণ্ড! দেখতে দেখতে বিশটা বটগাছের সমান মাথায় উঁচু হয়ে উঠল সেই প্রাণীটা! বললে, "আমি দৈত্য, এবার তোমার ঘাড় ভাঙব।"

জেলে বললে, "সে কি! আমি তোমার উপকার করলাম, আর তুমি কিনা আমার ঘাড় ভাঙতে চাও?"

দৈত্য বললে, "সেজন্যেই তো ঘাড় ভাঙব।"

সেই পথ দিয়ে এক নাপিত যাচ্ছিল। সে জেলেকে জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপার কি জেলে ভায়া?"

জেলে সব কথা তাকে খুলে বললে। তখন নাপিত বললে, "মিথ্যে কথা। এমন হতেই পারে না। অত বড় দৈত্য কখনও কি ঐ ছোট্ট বোতলের মধ্যে থাকতে পারে?"

তা শুনে দৈত্য রেগে গেল। বললে, "জান আমি দৈত্য, ইচ্ছামতো যেখানে খুশি থাকতে পারি। দেখবে?" বলেই আবার ব্যাঙের মতো ছোট্টটি হয়ে, সুড়ৎ করে সে বোতলের ভেতর ঢুকে পড়ল। নাপিতও সঙ্গে সঙ্গে বোতলের ছিপি এঁটে দিলে।

দৈত্য ভয় পেয়ে বললে, "ও কি! ছিপি আঁটলে কেন? খুলে দাও।"

নাপিত বললে, "আর তুমি আমাদের ঘাড় ভাঙো, কেমন?" এই বলে নাপিত বোতলটি জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

অনুশীলনী

১। জেলের জালে কি উঠেছিল?
২। বোতলের ছিপি খোলার সঙ্গে সঙ্গে কি ঘটেছিল, তা বল।
৩। বোতলের ভেতর থেকে মুক্তি পেয়ে দৈত্য জেলেকে কি বলেছিল?
৪। গল্পটি নিজের কথায় বল।
৫। বানান কর: দৈত্য, চেষ্টা, জিজ্ঞাসা, কুণ্ডলী, ইচ্ছা, অদ্ভুত।



স্+ট=স্ট স্টেশন	ঞ্+চ =ঞ্চ বেঞ্চি
ত্+ব=ত্ব রাজত্ব	ত্+ত =ত্ত আপত্তি
শ্+চ=শ্চ নিশ্চয়	ক্+ষ্+য=ক্ষ্য লক্ষ্য

হুস্ হুস্ করে রেলগাড়ি এসে একটা স্টেশনে থামল। একজন ইংরেজ সাহেব প্রথম শ্রেণীর কামরায় গিয়ে উঠলেন। উঠেই নাক সিঁটকালেন।

কামরায় একটা গদি-আঁটা বেঞ্চিতে একজন বাঙালী ভদ্রলোক শুয়ে ছিলেন। দেখতে বেশ মোটাসোটা, মুখে তাঁর প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ, পরনে ধুতি, গায়ে চীনা কোট। চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন তিনি। হয়তো ঘুমোচ্ছিলেন। সাহেবের নাক সিঁটকাবার কারণ এই ভদ্রলোক।

তখন এদেশে ইংরেজের রাজত্ব। রাজার জাত বলে বেশীর ভাগ সাহেবই এদেশের লোকেদের ঘৃণার চোখে দেখতেন। কালা আদমীর সঙ্গে গাড়ির এক-কামরায় যেতেও সাহেবের ঘৃণা। কিন্তু উপায়ই বা কি? বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে নিশ্চয় প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে। মুখ গম্ভীর করে সাহেব একটা গদিতে বসে পড়লেন।

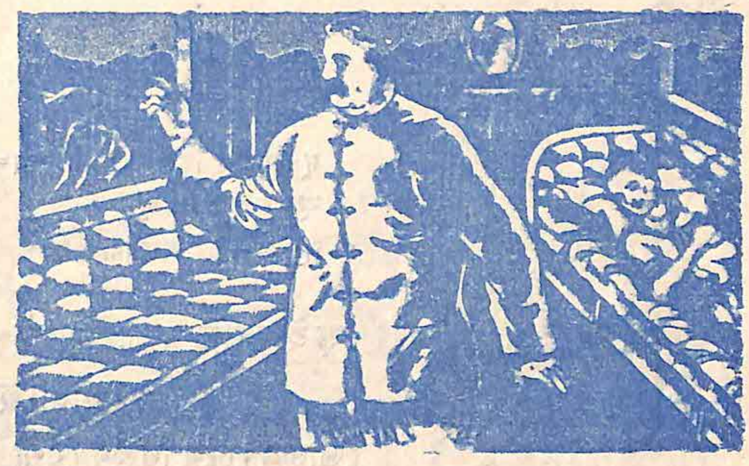
ট্রেন ছেড়ে দিল।

হঠাৎ একজোড়া নাগরা জুতোর ওপর সাহেবের দৃষ্টি পড়ল। নতুন কেনা আগ্রার নাগরা। নিশ্চয়ই তা ঐ বাঙালীর! কারণ, কামরায় তৃতীয় আর কোন লোক নেই। সাহেবের মাথায় এক শয়তানী বুদ্ধি জেগে উঠল।

চুপিচুপি উঠে জুতোজোড়া কামরার জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন।

তারপর নিজের কোটটি খুলে কামরার আলনায় ঝুলিয়ে রেখে গদির ওপর লটান শুয়ে পড়লেন। খানিক পরেই তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

বাঙালী ভদ্রলোক এতক্ষণ চোখ মিটমিট করে সবই লক্ষ্য করছিলেন। এবার তিনিও উঠে সাহেবের কোটটি জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন।



সাহেব ঘুম ভেঙ্গে কোটটি দেখতে পেলেন না। তখন ভাবলেন, ওটা ঐ বাঙালীরই কাজ। সে-ই তাঁর কোটটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তাই চীৎকার করে বললেন, "আমার কোটটা কোথায়?"

বাঙালী ভদ্রলোক হেসে জবাব দিলেন, "তোমার কোট আমার জুতো আনতে গেছে।"

জোঁকের মুখে নুন পড়ল। সাহেব মুখ চুন করে বসে রইলেন।

এই বাঙালী ভদ্রলোকের নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। লোকে তাঁকে বলত 'বাংলার বাঘ'। বাঘের মতোই ছিল তাঁর বিক্রম, বাঘের মতোই তেজ। সেই তেজের কাছে সকলকেই হার মানতে হত।

॥ অনুশীলনী ॥

১। আমাদের দেশের কোন্ মনীষী 'বাংলার বাঘ' নামে পরিচয় লাভ করেছিলেন?

২। কেন তাঁকে 'বাংলার বাঘ' বলা হত?

৩। ট্রেনে ভ্রমণকালে কি উপায়ে ইনি এক সাহেবকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা বল।



বন-ভোজন

দ্+ব=দ্ব দ্বিগুণ　　জ্+ব=জ্ব জ্বলল
ক্+ষ=ক্ষ　চক্ষু
ন্+ত=ন্ত　সন্তরণ, চিন্তা

চড়ুই-ভাতি করছে মাঠে
ছোট ছেলের দল,
ভোজন চেয়ে দ্বিগুণ বেশী
পুলক-কোলাহল।
উনানেতে ফুঁ দেয় কেহ
চক্ষু করে লাল,
কাঠের লাগি' ভাঙছে কেহ
শুক্‌না মোটা ডাল।
আন্‌ছে কেহ বেগুন তুলি',
আন্‌ছে কেহ শাক,
ঐ যে উনান জ্ব'ল্‌ল, বিষম
চিন্তা গেল, যাক্।





সন্তরণে নদীর জলে
তুল্‌ছে কেহ ঢেউ,
কাঁচা রোদে বালির চরে
ডিগ্‌বাজি দেয় কেউ।



বটের গাছে কেউবা দোলে,
কেউবা করে গান,
আমোদেতে নাইরে খেয়াল
যায় যে দিন মান!

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

॥ অনুশীলনী ॥

১। ছেলের দলের চড়ুই-ভাতির একটি বর্ণনা দাও। ২। চড়ুই-ভাতির দিনে ছেলেরা গাছের শুক্‌না ডাল ভাঙ্‌ছে কেন? ৩। ছেলেরা কোথায় সাঁতার দিচ্ছে? ৪। চড়ুই-ভাতি করতে গেলে তোমরা কি কি করবে, তা বল।



গান্ধীজী ও অস্পৃশ্যতা

স্+প্+ঋ(ৃ)=স্পৃ অস্পৃশ্যতা

একজন মহামানব বেরিয়েছেন দেশভ্রমণে। তাঁর সঙ্গে অনেক লোকজন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি পৌঁছলেন পুরীতে। পুরী একটি তীর্থস্থান। সেখানে জগন্নাথদেবের পবিত্র মন্দির আছে। প্রতিবছর দেশবিদেশ থেকে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী যায় জগন্নাথদেবকে দেখতে।

যখনকার কথা, তখন পুরীর মন্দিরে সবাই ঢুকতে পেত না। যারা জাতে উঁচু, তারাই মন্দিরের ভেতরে গিয়ে মূর্তি দেখতে পেত। যারা নীচ-জাতি বলে সমাজে গণ্য ছিল, মন্দিরের ভেতর তাদের ঢুকতে দেওয়া হত না। পুরীতে পৌঁছে এ কথাটা শুনলেন ঐ মহামানব। কথাটা তাঁর কানে যেতেই তিনি ঠিক করলেন—যে মন্দিরে সকলের ঢোকবার অধিকার নেই, সে মন্দিরে তিনি যাবেন না। সত্যিই সেবারে তিনি পুরীর মন্দির আর জগন্নাথদেবকে দর্শন না করেই ফিরে আসেন।

কে এই মহামানব জান? এঁর পুরা নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। দেশবাসীর কাছে তিনি মহাত্মা গান্ধী নামে পরিচিত। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকবে, এটা তিনি কোনদিনও সহ্য করতে পারতেন না। মানুষের অপমান তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করত। তাই যে মন্দিরে সকল মানুষকে ঢুকতে দেওয়া হত না, সে মন্দিরে গান্ধীজী নিজেও যেতে চান নি।

অস্পৃশ্যতা যে অন্যায় তা বোঝাবার জন্য তিনি অনেক ভাল ভাল কথা বলে গেছেন। সকল মানুষের মধ্যে যে ভগবান আছেন এবং মানুষের অপমানে যে ভগবানের অপমান, একথাও তিনি বলেছেন। যেমন ঃ

সব শ্রেণীর লোকের যেখানে প্রবেশের অধিকার নেই, সেখানে ভগবান ও তাঁর আরাধনা নিরর্থক বলেই আমার মনে হয়।

॥ অনুশীলনী ॥

১। গান্ধীজী পুরীর মন্দির ও জগন্নাথদেবকে দর্শন না করে ফিরে এলেন কেন?

২। গান্ধীজীর পুরা নাম কি?

৩। গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে কি বলেছেন?

পাড়াগাঁ

বড় ভাল লাগে আমার পাড়াগাঁয়ে বাস,
কতই সুখে সেথায় লোকে কাটায় বার মাস।
সেথায় গগন সুনীল বরণ, বিমল সেথায় হাওয়া,
হীরের মত তারায় সেথা রাত্তে আকাশ ছাওয়া।
আমের মুকুল হ'তে সেথায় মধুধারা ক্ষরে,
চাঁপা বকুল ফুটে সেথায় গন্ধে আমোদ করে।
নেয়াপাতি ডাবের জলে শরীর শীতল হয়,
আম-কাঁঠালের গন্ধে সেথায় বাতাস মধুময়।
ঢেউ খেলিয়ে বাতাসেতে ধানের ক্ষেত দোলে,
শিউলি ফুলের গন্ধে সেথায় সবার মন ভোলে।
ঠিক দু'পরে করুণ স্বরে ঘুঘু করে গান,
জ্যোৎস্না রাতে পাপিয়াতে তোলে সেথায় তান।
সন্ধ্যা হ'লে গোয়াল-পানে গরু-বাছুর ধায়,
কলসী কাঁখে কুলবধূ জল আন্‌তে যায়।
নাইক গাড়ির ঘড়্‌ঘড়ানি, কলের ধোঁয়া-ধুলো,
ধাক্কা দিয়ে যায় না সেথায় পথের মানুষগুলো।
সাদাসিধে ধরন সবার মুখে সরল হাসি,
শহর ছেড়ে থাক্‌তে সেথায় তাইতো ভালবাসি।

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

॥ অনুশীলনী ॥

১। পাড়াগাঁয়ে আকাশের তারাগুলি কি রকম দেখায়? ২। দুপুরে পাড়াগাঁয়ে কোন্ পাখী গান করে? ৩। জ্যোৎস্না রাত্রে কোন্ পাখী মধুর তান তোলে? ৪। পাড়াগাঁয়ে গাড়ির ঘড়্‌ঘড়ানি ও কলের ধোঁয়া-ধুলো আছে কি? ৫। শহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে বাস করার জন্য সাধ জাগে কেন?



বোকা হাতী

স্‌+থ=স্থ অস্থির　　　দ্‌+ধ=দ্ধ যুদ্ধ

ন্‌+ত্‌+উ=ন্তু কিন্তু　　　র্‌(র্ন)+ধ্‌+ব=র্ধ্ব ঊর্ধ্বশ্বাস

এক গভীর বন। সেই বনে অনেক হাতী বাস করে। তারা রোজ বনের গাছপালা ভেঙ্গে তছনছ করে। তাদের দাপটে বনের পশুরা অস্থির। তা দেখে এক খরগোশ বললে—দাঁড়াও, আমি এই হাতীগুলোকে বন থেকে তাড়াচ্ছি!

একদিন সর্দার হাতীটা বনের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে। তার কাছাকাছি অন্য হাতীরাও রয়েছে। এমনি সময়ে খরগোশটি তার লাল লাল চোখ দুটি পাকিয়ে, ঠোঁট কাঁপিয়ে, গোঁফ ফুলিয়ে তার সামনে ছুটে গেল। তারপর বললে—কে তুমি? আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, দেখি তোমার কত শক্তি!

অতটুকু পুচকে প্রাণীকে প্রথমটায় হাতী গ্রাহ্যই করল না। সে নিজের মনে গাছের ডালপালা ভাঙতে লাগল, গাছের পাতা খেতে লাগল। এতে খরগোশটা হাতীকে ভীরু, অপদার্থ বলে গাল দিলে।

এতে হাতী রেগে উঠে শুঁড় পাকিয়ে, লেজ উঁচিয়ে, খরগোশকে ধরতে গেল। খরগোশ খুরখুর করে হাতীর পায়ের ফাঁকে ফাঁকে ছুটোছুটি করে হাতীকে আরও রাগিয়ে তুললে।

একবার খরগোশটা সর্দার হাতীর ঠিক পেটের তলায় এসে খিলখিল করে হেসে উঠল। হাতী অমনি থপ্ করে মাটির উপর বসে পড়ে চাপ দিতে লাগল। মনে করলে, সেই চাপের চোটে খরগোশের হাড়গোড় ছাতু হয়ে যাবে।

খরগোশ কিন্তু চাপা পড়েনি। সে ফস্ করে লাফিয়ে উঠল হাতীর পিঠের ওপর। আর সেখানে বসে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল। নিজের পিঠের ওপর খরগোশটা যে বসে আছে, সেকথা হাতীটা টেরও পেলে না।

ওদিকে দলের অন্য সব হাতী মনে করল, তাদের সর্দার বুঝিবা কাবু হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। বার বার চেষ্টা করেও উঠতে পারছে না। আর খরগোশটা তার পিঠে চেপে তাকে জব্দ করে রেখেছে। হাতীরা খরগোশের প্রতাপে বেশ ভয় পেয়ে গেল।

ঠিক এমনি সময় সর্দার হাতীর শুঁড়ের ভেতর একটা কাঠ-পিঁপড়ে ঢুকে গেল। আর কুটুস করে দিলে এক কামড়।

আর যায় কোথা! কাঠ-পিঁপড়ের কামড়ে—বিষের জ্বালায় হাতী একেবারে অস্থির হয়ে পড়ল। তার চীৎকারে আকাশ-পাতাল কেঁপে উঠল। তার সেই চীৎকার শুনে দলের সব হাতী ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে বন ছেড়ে পালাতে লাগল। সর্দার হাতীটা অন্য হাতীগুলোকে ভয় পেয়ে পালাতে দেখে নিজেও খুব ভয় পেয়ে গেল। তারপর কিছু না বুঝেই তাদের পিছন পিছন প্রাণপণ বেগে দৌড় দিল।

[বেদ থেকে গৃহীত গল্প]

॥ অনুশীলনী ॥

১। হাতীগুলো বনে কি করত? ২। খরগোশ সর্দার হাতীকে তার লাল লাল চোখ দুটো পাকিয়ে কি বলেছিল? ৩। খরগোশ হাতীকে কি বলে গাল দিয়েছিল? ৪। খরগোশ হাতীকে কিভাবে জব্দ করল? ৫। হাতীগুলো বন ছেড়ে পালাল কেন? ৬। বানান কর: অস্থির, যুদ্ধ, শক্তি, জব্দ, কিন্তু, জ্বালা, গ্রাহ্য, অপদার্থ, চেষ্টা, ঊর্ধ্বশ্বাসে। ৭। শূন্যস্থানগুলো পূরণ কর: ঠিক এমনি সময়——হাতীর——ভেতর একটা——ঢুকে গেল। আর——করে দিলে এক——।

মজার দেশ

এক যে আছে মজার দেশ
সব রকমে ভালো—
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ,
দিনে চাঁদের আলো।



আকাশ সেথায় সবুজ বরণ,
গাছের পাতা নীল,
ডাঙায় চরে রুই-কাতলা,
জলের মাঝে চিল।

মণ্ডা-মিঠাই তিতো সেথা,
ওষুধ লাগে ভালো,
অন্ধকারটা সাদা দেখায়,
সাদা জিনিস কালো।



ঘুড়ির হাতে বাঁশের নাটাই,
উড়তে থাকে ছেলে,
বঁড়শি দিয়ে মানুষ গাঁথে
মাছেরা ছিপ ফেলে।



পায়ে ছাতি দিয়ে লোকে
হাতে হেঁটে চলে,
ডাঙায় ভাসে নৌকা-জাহাজ,
গাড়ি ছোটে জলে।

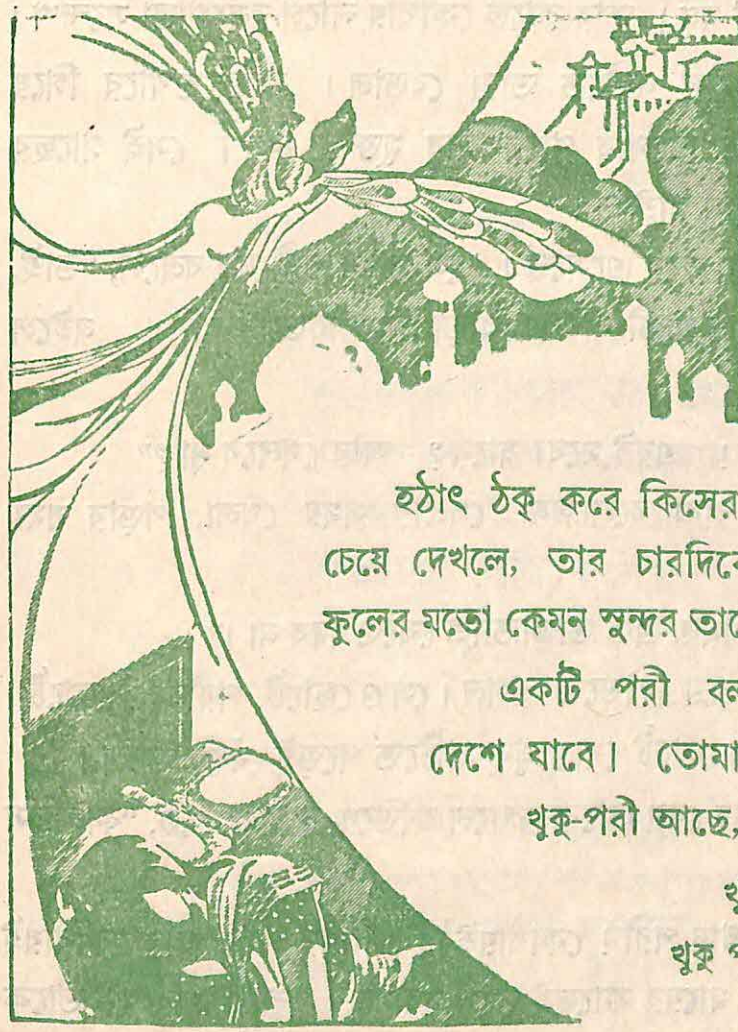
মজার দেশের মজার কথা
বলবো কত আর,
চোখ খুল্‌লে যায় না দেখা,
মুদলে পরিষ্কার।

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

খুকুর স্বপ্ন

ল্+প=ল্প গল্প
ঙ্+গ=ঙ্গ সঙ্গে
ল্+ল=ল্ল রসগোল্লা
ন্+ধ্+য=ন্ধ্য সন্ধ্যা
জ্+জ=জ্জ লজ্জা

ছুটির দিন। ভর দুপুর বেলা। বাগানের কোণে একটা জবা গাছের ছায়ায় বসে খুকু পরীর গল্পের বই পড়ছিল। ভারি মজার বই। এমন সময় মা ডাক দিলেন—"খুকু শোবে এস।" খুকু মায়ের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে মনে হল, 'পরীদের দেশে যদি যাওয়া যেত, তাহলে কি মজাই না হত!' খুকু ঘুমিয়ে পড়ল।



হঠাৎ ঠক্ করে কিসের শব্দ হল। খুকু চমকে উঠে চেয়ে দেখলে, তার চারদিকে শুধু পরী আর পরী। ফুলের মতো কেমন সুন্দর তাদের ডানা!

একটি পরী বললে, "এস খুকু, আমাদের দেশে যাবে। তোমার মতো ছোট ছোট কত খুকু-পরী আছে, তাদের সঙ্গে খেলবে।"

খুকুও তাই চায়। তারপর খুকু পরীর পিঠে চড়ে পরীর দেশে

গেল। সেখানে সে খুকু-পরীদের সঙ্গে খেলা শুরু করল। ফুলের দোলনায়



দুলল, 'চোর-চোর' খেলল, 'কানামাছি' খেলল—এমনি আরও কত মজার মজার খেলা।

পরীরা তাকে ফুলের মধু খাওয়ালে। কি মিষ্টি সেই মধু! তার কাছে কোথায় লাগে রসগোল্লা-সন্দেশ!

ফুলের নৌকায় চড়ে নীল নদীতে তারা বেড়াল। নদীর ওপারে গিয়ে দেখলে—সোনার গাছ তাতে রুপোর পাতা আর মুক্তার ফল। সেই গাছের নীচে বসে সবাই মিলে কত গান গাইলে।

হঠাৎ খুকু দেখলে, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সে তখন পরীদের বললে, "ভাই, অনেক খেলেছি, আর না, এবার বাড়ী যাই। বাড়ী গিয়ে পড়তে বসি। নইলে বাবা-মা বকবেন।"

পরীরা বললে, "সে কি! এরই মধ্যে যাবে? আর খেলবে না?"

খুকু বললে, "না ভাই, বাবা বলেছেন, 'খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া।' আমি যাই।"

পরীরা বললে, "না, তোমায় এত তাড়াতাড়ি যেতে দেব না।"

খুকু পরীদের হাত ছাড়িয়ে দৌড়তে লাগল। সেও ছোটে, পরীরাও ছোটে। হঠাৎ একটা গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খেয়ে খুকু মাটিতে পড়েই কেঁদে উঠল।

এমন সময় মনে হল, কে যেন তাকে কোলে জড়িয়ে ধরে বলেছে, "কাঁদছিস কেন, খুকু? কি হয়েছে?"

খুকু চোখ চাইল। কোথায় পরী! কোথায়ই বা সোনার গাছ, আর কোথায়ই বা নীল নদী! সে তোর তার মায়ের কাছেই শুয়ে আছে। আর তার মা তাকে কোলে জড়িয়ে বলছেন, "কাঁদছিস কেন, খুকু? কি হয়েছে?"

খুকু বললে, "কিছু হয়নি মা, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।" বলেই লজ্জায় মায়ের বুকে মুখ লুকালো।

॥ অনুশীলনী ॥

১। খুকু গাছের ছায়ায় বসে কি পড়ছিল ?
২। স্বপ্নে খুকু-পরীদের সঙ্গে খুকু কি কি করেছিল ?
৩। খুকুর স্বপ্ন কি করে ভেঙ্গে গিয়েছিল ?

ছয় ঋতু

ষ্+ম=ষ্ম গ্রীষ্ম
র্(র্)+ষ=র্ষ বর্ষা।
ন্+ত=ন্ত বসন্ত
ত্+ন=ত্ন যত্ন

গ্রীষ্মকালে বীজ ফেলিনু যত্নে মাটি খুঁড়ি,
বর্ষাকালে কচি চারা উঠল খোসা ফুঁড়ি,
শরৎকালে ডালে ডালে গজায় নতুন পাতা,
হেমন্ততে পাতার ভারে ঝামরে প'লো মাথা।
শীতকালে শিশির জলে ময়লা গেল ধুয়ে,
বসন্তেতে ফুলে ফুলে ডাল পড়ল নুয়ে।

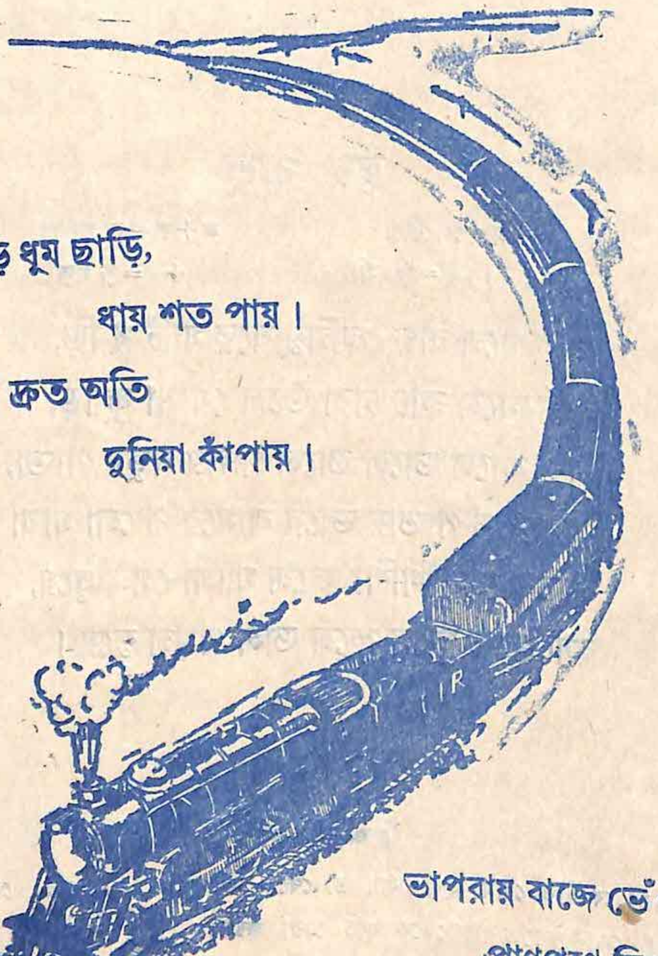
—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

॥ অনুশীলনী ॥

১। গ্রীষ্মকালে যে বীজ বোনা হয়, বর্ষায় তা থেকে কি হয় ? ২। শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতুর বিশেষত্ব কি, বল। ৩। কোন্ ঋতুতে বীজ থেকে কচি চারা জন্মায় ? ৪। শরৎকালে গাছে কি দেখতে পাও ? ৫। কোন্ সময়ে পাতার ভারে গাছ নুয়ে পড়ে ? ৬। শীতকালে গাছের পাতা কি দিয়ে ধুয়ে যায় ? ৭। কোন্ ঋতুতে ফুলের ভারে গাছের ডাল নুয়ে পড়ে ? ৮। বানান কর :—গ্রীষ্ম, যত্ন, হেমন্ত, বসন্ত।

রেলগাড়ি

দ্+দ=দ্দ রোদ্দুর



ধায় গাড়ি ধুম ছাড়ি,
ধায় শত পায়।
ঝড়-গতি দ্রুত অতি
দুনিয়া কাঁপায়।

ভাপরায় বাজে ভেঁপু
প্রাণপণে দিয়েছে ফুঁ।
কানে তালা প্রাণে তবু খুশি উথলায়
ধায় গাড়ি ধায় শত পায়।

মাঠের পরেতে মাঠ আকাশে মিলায়,
রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে চিল চিল্লায় ;
বাজিয়ে জবর বাঁশি
ধোঁয়া ছেড়ে রাশি রাশি
অতিকায় অজগর ধায় শত পায়,—
ধায় গাড়ি সাতশো চাকায় ।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

॥ অনুশীলনী ॥

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর ।
২। রেলগাড়ি কিভাবে ছুটে চলে ?
৩। অতিকায় অজগর এখানে কে ?
৪। রেলগাড়ির পা কোন্‌গুলো তা বল ।

স্বামী বিবেকানন্দ

ন্‌+ত=ন্ত বস্তি   ষ্‌+ক=ষ্ক পরিষ্কার

একজন সাধুপুরুষ। তিনি ছিলেন হিমালয়ের বুকে দার্জিলিঙে। হঠাৎ খবর পেলেন—কলকাতায় প্লেগ রোগ মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। খবরটা পেয়ে তিনি শৈলপুরী থেকে ছুটে এলেন কলকাতায়। শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে নিয়ে মহামারীর কবল থেকে কলকাতার লোকেদের রক্ষা করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি।

এই যে সাধুপুরুষটির কথা এখানে বলা হল, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। দুঃখীর তিনি ছিলেন বন্ধু; রোগী ও অবহেলিত মানুষের পরম সহায়।

সেবারে দুঃখী-দুর্গত প্লেগের রোগীদের যেভাবে তিনি সেবা করেছিলেন তার তুলনা হয় না। স্বামীজী সারাদিন-রাত কাটিয়ে দিতেন রোগীর রোগশয্যার পাশে। তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। এতে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। যারা গরীব—কেউ যাদের পাশে যেত না, তাদের তিনি ওষুধ দিয়েছেন। পথ্য জুগিয়েছেন। অপরিচ্ছন্ন বস্তিগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখেছেন।



স্বামীজীর মন বিশেষভাবে পড়ে থাকত যারা গরীব, যারা নীচ জাতি বলে সমাজে ঘৃণিত, তাদের প্রতি। এদের সেবাযত্নেই তিনি বেশী সময় কাটাতেন। তিনি যখন সমাজের নীচ জাতির কোন লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন, তখন সেই লোক ভাবত 'আমিও মানুষ'। সে ভুলে যেত তার অপমান, তার কলঙ্ক। মনে বল পেত। স্বামীজীকে মনে করত আত্মীয়।

মানুষের মধ্য থেকে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ দূর করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলে গেছেন।

॥ অনুশীলনী ॥

১। কলকাতায় প্লেগ রোগের খবর পেয়ে স্বামী বিবেকানন্দ কোথা থেকে ছুটে এলেন ?

২। স্বামী বিবেকানন্দ দুঃখী, রোগী ও অবহেলিত মানুষের কি ছিলেন ?

৩। স্বামী বিবেকানন্দ যখন সমাজের নীচ জাতির কোন লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন, তখন সেই লোক কি ভাবত ?

15111

পরীর ডানা

মধু গল্প শুনতে ভালোবাসে—বিশেষ করে পরীর গল্প।

সেদিন পরীর গল্প শুনতে শুনতে মধু ঘুমিয়েছে। চাঁদনী রাত। চাঁদের আলোয় তাদের ফুলের বাগানখানি ঝলমল করছে। এমন সময় বাগানের ভেতর হুস্ হুস্ আওয়াজ শুনে মধুর ঘুম ভেঙে গেল। সে জেগে দেখলে একদল পরী, তারা ফুলের বাগানে খেলায় মেতেছে। কি সুন্দর তাদের চেহারা আর তাদের ডানায় কত রঙেরই না বাহার!



মধু বিছানা থেকে উঠে বাগানে ছুটল। তাকে আসতে দেখে পরীরা ভয় পেয়ে উড়ে পালাতে লাগল। সব পরীই পালিয়ে গেল। কেবল একটি ছোট পরী পালাতে পারল না। মধু তাকে ধরে ফেললে।

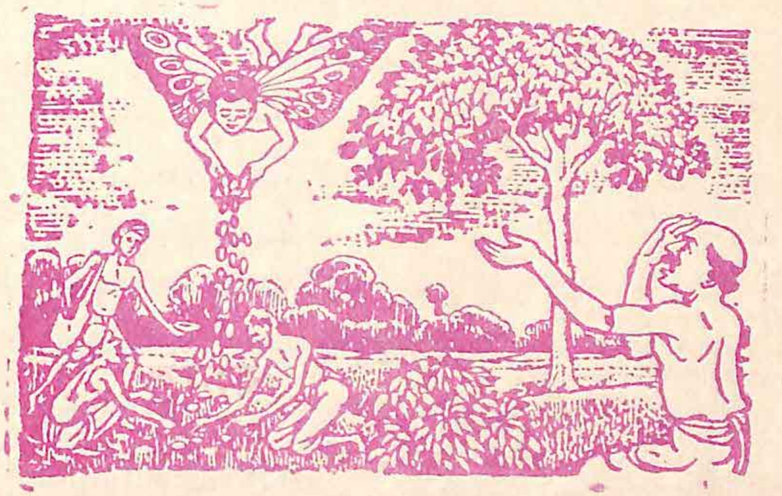
পরী কেঁদে বললে, "আমায় ছেড়ে দাও।" মধু বললে, "আমাকে তোমার ডানা জোড়াটা দিয়ে যাও—তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি।"

পরী কি করে। সে তার ডানা জোড়াটা মধুকে দিলে। মধু তাকে ছেড়ে দিলে।

পরদিন সকালে পরীর দেওয়া ডানা দুটি কাঁধে লাগিয়ে মধু আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগল। ভারী মজা তার।

উড়তে উড়তে সে দেখলে যে, কৃপণ হরিহর এক থলে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। অমনি হুস্ করে আকাশ থেকে নেমে চিলের মত ছোঁ মেরে সেই

টাকার থলেটি নিয়ে মধু আকাশে উড়ল। হরিহর টাকার শোকে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। মধু আকাশ থেকে দেখলে একদল দুঃখী। তাদের মাঝখানে ঝর্ ঝর্ করে থলের সব টাকা সে ফেলে দিলে। টাকা পেয়ে দুঃখীদের দুঃখ দূর হল।



মধু ডানায় ভর দিয়ে উড়ে চলেছে। এবার দেখলে তাদের পাশের বাড়ীর ভোলা এক হাঁড়ি পানতুয়া দোকান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। মধু ছোঁ মেরে সেই পানতুয়ার হাঁড়ি নিয়ে আকাশে উড়ল। তার পর সব পানতুয়া খেয়ে ফেললে।



রাত্তে বাড়ী ফিরে সে তার নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম থেকে উঠে মধু পরীর দেওয়া ডানা জোড়া খুঁজে পেলে না। সে তখন বুঝলে, লোভের বসে ভোলার পানতুয়াগুলো সে কেড়ে খেয়েছিল। তাই পরী তার ডানা নিয়ে গিয়েছে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। মধু ছোট পরীর কাছে কি চেয়েছিল? ২। পরীর কাছ থেকে তার ডানা জোড়া চেয়ে নিয়ে মধু কি করলে? ৩। হরিহর কেন কাঁদতে লাগল? ৪। হরিহরের টাকা মধু কাদের দিয়ে দিল? ৫। পাশের বাড়ীর ভোলার কাছ থেকে মধু কি কেড়ে নিয়েছিল? ৬। মধু পরীর দেওয়া ডানা দুটি শেষ পর্যন্ত হারাল কেন?

বসন্তে

ফুলের বনে ফুল ফুটেছে,
কোকিল গাহে তায়,
কিরণ কোলে লহর দোলে,
সলিল ব'য়ে যায় ;
ফুলের বনে পরাণ মনে
পুলক উথলায়।
নূতন ঋতু, নূতন রীতি,
নূতন প্রীতি, নূতন গীতি,
নিখিল ধরা আপন-হারা
নূতন চোখে চায় ;
ফুলের বনে ফুল ফুটেছে,
সমীর মুরছায়।

সোনার মৃগ মৃগী পানে
সোনার চোখে চায়,
কপোত সনে মধুর স্বনে
কপোতী গান গায় ;
সোনার ফড়িং তৃণের বনে
ঝিঁঝির পিছে ধায় ।
নূতন ঋতু, নূতন রীতি,
নূতন প্রীতি, নূতন গীতি,
নিখিল ধরা আপন-হারা
সোনার চোখে চায় ;
ফুলের বনে পরাণ মনে
পুলক উথলায় ।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

॥ অনুশীলনী ॥

১। বসন্তে কোন্ পাখী গান গায় ?
২। বসন্তে ঘাসের বনে সোনার ফড়িং কি করে ?
৩। বসন্তকে 'নূতন ঋতু' কেন বলা হয়েছে ?



ক্‌+ষ=ক্ষ রক্ষী
শ্‌+ন=শ্ন প্রশ্ন
দ্‌+ব=দ্ব দ্বিতীয়
ম্‌+ব=ম্ব লম্বা
ত্‌+ত=ত্ত উত্তর

কাঞ্চীদেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল। নগররক্ষী-দলে কোনও নতুন লোক ভর্তি হলে তিনি তার খবর নিতেন। পর পর তিনটি প্রশ্ন করতেন তাকে। তাঁর প্রথম প্রশ্ন—"তোমার বয়স কত?" তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন—"কতদিন তুমি এই রক্ষী-দলে ভর্তি হয়েছ?" তাঁর তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল—"তোমার প্রতি যে-ব্যবহার করা হয়, আর তুমি যে-মাইনে পাও, তাতে তুমি খুশী আছ তো?"

একদিন গান্ধারদেশের এক যুবক কাঞ্চীর নগররক্ষী-দলে ভর্তি হতে এল। যুবকের বয়স একুশ বছর; সে যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনি জোয়ান। তবে কাঞ্চীদেশের ভাষা সে মোটেই জানে না।

নগরপাল ভাবলেন,—তা হোক, এমন লোককে হাতছাড়া করা যায় না। কেবল কাঞ্চীদেশের ভাষায় মহারাজের প্রশ্ন তিনটির উত্তর তাকে শিখিয়ে দিলেই চলবে।

এই ভেবে যুবককে তিনি রক্ষী-দলে ভর্তি করে নিলেন। মাস পাঁচেক পরে কাঞ্চীরাজ রক্ষী-দল দেখতে এলেন।

নগরপাল আগে থেকেই গান্ধারদেশের যুবকটিকে শিখিয়ে দিলেন, "দেখ, মহারাজ এসেই তোমাকে পর পর তিনটি প্রশ্ন করবেন। তুমি আমাদের ভাষায় পর পর উত্তর দেবে—'একুশ বছর', 'পাঁচ মাস' আর 'হ্যাঁ, উভয়েই।"

রক্ষী-দলে নতুন লোক দেখে কাঞ্চীরাজ আগেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি করে বসলেন, "কতদিন তুমি এই রক্ষী-দলে ভর্তি হয়েছ ?"

যুবক বললে, "একুশ বছর।"

কাঞ্চীরাজ আশ্চর্য হলেন। বললেন, "একুশ বছর! তাহলে তোমার বয়স কত ?"

যুবক বললে, "পাঁচ মাস।"

কাঞ্চীরাজ বিরক্ত হলেন। ভাবলেন, যুবক তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করছে নাকি ? আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "বলি, তুমি পাগল, না আমি পাগল ?"

যুবক হাসিমুখে জবাব দিলে, "হ্যাঁ, উভয়েই।"

ইতিমধ্যে নগরপাল এগিয়ে এসে রাজাকে সব বুঝিয়ে বললেন। কাঞ্চীরাজ তখন আর হাসি চাপতে পারলেন না, হো হো করে হাসতে লাগলেন। যুবক স্থায়ী ভাবে কাজে বাহাল হয়ে গেল।

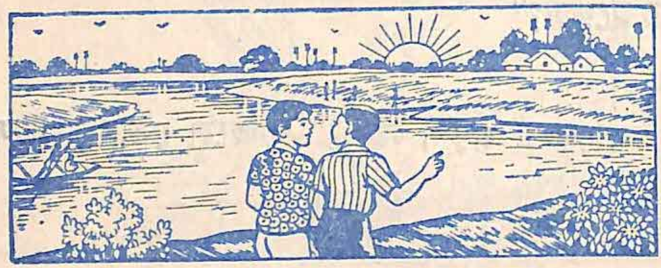
॥ অনুশীলনী ॥

১। নগররক্ষী-দলে নতুন লোক ভর্তি হলে কাঞ্চীদেশের রাজা তাকে কি কি প্রশ্ন করতেন ?
২। কাঞ্চীর নগররক্ষী-দলে কোন্ দেশের যুবক ভর্তি হতে এল ?
৩। যুবকের চেহারা কিরূপ ছিল ?
৪। প্রশ্নগুলো উলটাপালটা জিজ্ঞাসা করায় ফল কি হয়েছিল ?
৫। কেন নূতন রক্ষী উলটাপালটা করে প্রশ্নের উত্তর দিল ?
৬। বানান কর :
কাঞ্চী, গান্ধার, প্রশ্ন, স্থায়ী, বিরক্ত, ঠাট্টা।
৭। শূন্যস্থানগুলো পূরণ কর :
কাঞ্চীরাজ — হলেন। ভাবলেন, যুবক তাঁর সঙ্গে — করছে — ? আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "বলি, তুমি —, না আমি — ?"

অমলের বিদ্যালয়

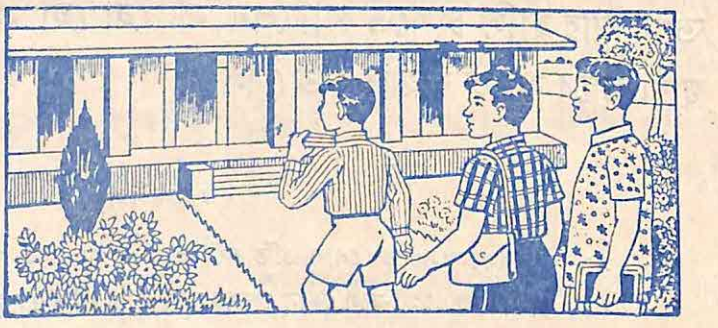
ক্+র (্র)=ক্র ক্রিকেট

চম্পক নগর। ভারি চমৎকার পাড়াগাঁ। অমল এইখানে থাকে। সে ওঠে খুব ভোরে। পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙে তার। ভোরের সূর্য উঠতে না উঠতেই শুরু হয়ে যায় অমলের রোজকার কাজ।



অমলের বাড়ীর কাছেই মস্ত এক সবুজ মাঠ। মাঠে শিশির-ভেজা ঘাস। কাছেই আঁকাবাঁকা ছোট নদী। অমল তার বন্ধু কমলের সঙ্গে মাঠ ও নদীর ধারে কিছুক্ষণ বেড়ায়। খোলা বাতাসে নিয়মিত ব্যায়াম করা তার ছেলেবেলার অভ্যেস।

বাড়ী ফিরেই অমল পড়ার জন্যে বসে যায়। একমনে পড়াশুনো করে সে। বিদ্যালয়ে যাবার সময় হলে সে উঠে পড়ে। সময়মতো নাওয়া-খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ে বিদ্যালয়ের দিকে। পথে যেতে যেতে যেসব বন্ধুর বাড়ী পড়ে তাদের ডেকে সঙ্গে নেয়। সবাই মিলে হাত ধরাধরি করে পথ চলে।



পথচলা তাদের থেমে যায় বিদ্যালয়ে এসে। মস্ত বিদ্যালয়। দালান-বাড়ী। বড়-ছোট মিলিয়ে পনেরটি ঘর। এক এক ঘরে বসে এক এক শ্রেণী। সবচেয়ে বড় ঘরটি হলঘর। হলঘরে আমাদের দেশের অনেক নামজাদা নেতা, লেখক ও কবিদের ছবি।

বিদ্যালয়ের সামনে ফুলের বাগান। কত রকমারি রঙ-বেরঙের ফুল। সুদাস দা' বাগানের মালীর কাজ করেন। তাঁর জন্যেই গাছে গাছে ফোটে থোকা-

খোকা ফুল। বিদ্যালয়ের পিছনে খেলার মাঠ। বিরামের সময় এবং বিদ্যালয় ছুটি হলে ছেলেরা মাঠে বল, হকি, ক্রিকেট, হাডুডু প্রভৃতি খেলা করে।

বেলা দশটা। চরণদা' ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজালেন। এবার বিদ্যালয় শুরু হল। অমল ও শ্রেণীর সবাই শিক্ষকমশায়ের পড়ানো শুনছে।

দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে আসে। চারটে বাজলেই ছুটির ঘণ্টা বেজে ওঠে ঢং ঢং।

॥ অনুশীলনী ॥

১। ভোরবেলায় অমল কি করে? ২। বিদ্যালয়ে যাবার পথে অমল কি করে? ৩। অমলের বিদ্যালয়ে কয়টি ঘর? হলঘরে কি আছে? ৪। বিদ্যালয়ের বাগানটি দেখতে কেমন? কে ঐ বাগান দেখাশোনা করেন? ৫। চরণদা'র কাজ কি? ৬। কখন ছুটির ঘণ্টা বেজে ওঠে?

মিশ্রবর্ণ-সংযোগ

ক্ ষ্ ম-ফলা = ক্ষ্ম লক্ষ্মী
ন্ ত্ র-ফলা = ন্ত্র মন্ত্র
ম্ ভ্ র-ফলা = ম্ভ্র সম্ভ্রম
ন্ দ্ র-ফলা = ন্দ্র চন্দ্র
ন্ ন্ য-ফলা = ন্ন্য সন্ন্যাসী
স্ ত্ র-ফলা (্র) = স্ত্র বস্ত্র
জ্ জ্ ব-ফলা = জ্জ্ব উজ্জ্বল
ন্ ত্ ব-ফলা = ন্ত্ব সান্ত্বনা
স্ থ্ য-ফলা = স্থ্য স্বাস্থ্য

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে সূর্য গেল পাটে।
খুকু গেছে জল আন্‌তে পদ্মদীঘির ঘাটে॥
পদ্মদীঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল।
হাঁটুর নীচে দুল্‌ছে খুকুর গোছা ভরা চুল॥



কুকুরের ভালোবাসা

এক ভদ্রলোক একটি কুকুর পুষেছিলেন। কুকুরটি সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরত, ভৃত্যের মতো নানা কাজ করে দিত। এটা আনত, ওটা বয়ে নিয়ে যেত—এমনি। বাজার থেকে কিছু কিনে আনতে হবে,—মনিব কুকুরের গলায় একটা থলেতে পয়সা আর দোকানীর উদ্দেশ্যে জিনিসের নামের একটা ফর্দ বেঁধে দিতেন। কি আনতে হবে তা ইশারায় কুকুরটিকে বুঝিয়ে দিতেন। কুকুর অমনি



থলে মুখে করে ছুটত বাজারে। তারপর ঠিক দোকানটির সামনে গিয়ে দাঁড়াত। দোকানীরাও কুকুরটাকে চিনত। পয়সা নিয়ে তারা থলেতে জিনিস পুরে দিত।

দিন যায়। ভদ্রলোকের খুব অসুখ করল। ভদ্রলোক বাঁচলেন না, মারা গেলেন।

পাড়ার লোকেরা তাঁকে শ্মশানে নিয়ে গেল। সবাই শ্মশান থেকে ফিরে এল, কিন্তু কুকুরটি ফিরল না। সেই শ্মশানের পাশেই পড়ে রইল।

এমনিভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। একদিন পাড়ার লোকেরা দেখলে, কুকুরটি তার প্রিয় মনিবের চিতার পাশেই মরে পড়ে আছে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। ভদ্রলোকের কুকুরটি কি কাজ করত ?

২। ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর কুকুরটির অবস্থা কি হলো ?

মতির নাতি



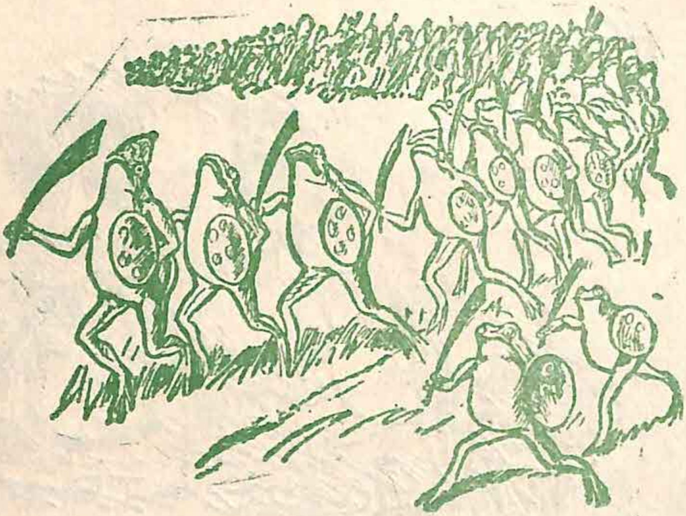
মতির বাড়ী ব্যাঙের বাসা—
কোলা-ব্যাঙের ছাঁ,
খায় দায়, গান গায়—
'তাইরে-নারে-না।'



মতির নাতির একদিন
রাগ হয়েছে ভারি,
ছুটে গিয়ে ব্যাঙের পিঠে
মারলে লাঠির বাড়ি।



একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ
বড়ই সেয়ানা,
লিখন পাঠায়ে দিল
পরগনা পরগনা।



আজিডাঙা, কাজিডাঙা,
মধ্যে ধনেখালি,
সেখান থেকে এল ব্যাঙ—
চোদ্দ হাজার ঢালী।

মতির নাতি সকালবেলা
যায় গাঁয়ের হাটে,
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ
অগুলিল পথে।





ভয়ে ভয়ে মতির নাতি
উঠ্‌লো ডালের 'পরে,
সেথায় ছিল কোলা ব্যাঙ,
করলো তাড়া তারে,



ব্যাঙের তাড়া খেয়ে সে যে
যায় গড়াগড়ি,
চোদ্দ হাজার ব্যাঙ বসে
বুকের উপর চড়ি'।

॥ অনুশীলনী ॥

ব্যাঙকে মারার ফলে মতির নাতির কি হয়েছিল বল।





টুনটুনি পাখী

এক ছিল টুনটুনি। একদিন বেগুন-গাছে বেগুন খেতে গিয়ে তার ঠোঁটে বেগুন-কাঁটা ফুটে গেল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে ছুটল নাপিতের বাড়ী। নাপিত থাকত অনেক দূরে। তাই নাপিতের বাড়ী পৌঁছতে টুনটুনির অনেক রাত হয়ে গেল। নাপিত খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়েছে এমন সময় টুনটুনি গিয়ে তার দরজায় ধাক্কা দিল। বললে—

নাপিত ভায়া, নাপিত ভায়া!

ঘরে আছ হে?

নাপিতের ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে উঠে বললে—

এত রাতে কে ডাকাডাকি করে?

টুনটুনি বললে, আমার ঠোঁটে বেগুন-কাঁটা ফুটে গেছে। বার করে দেবে?

নাপিত বললে, আজ হবে না। কাল সকালে এস।

টুনটুনি নাপিতের কথায় চটে রাজার কাছে গেল নালিশ করতে। রাজা মশাই দুপুর রাতে টুনটুনির নালিশ শুনবেন কেন? তিনিও টুনটুনিকে তাড়িয়ে দিলেন।

ফলে টুনটুনি রাজার ওপর রেগে এক লাঠির কাছে গেল। গিয়ে বললে, লাঠি ভাই, লাঠি ভাই! তুমি রাজার পিঠে পড়বে? রাজা মশাই আমার নালিশ শোনেন না।

লাঠি টুনটুনির কথা শুনলে না। টুনটুনি তখন গেল আগুনের কাছে। গিয়ে বললে—আগুন দাদা! আগুন দাদা! তুমি লাঠি পোড়াবে?

আগুন রাজী হল না।

তখন টুনটুনি জলের কাছে গিয়ে বললে,—ভাই জল! তুমি আগুন নেভাবে? আগুন আমার কথা শোনে না।

জল রাজী হল না।

টুনটুনি এবার গেল হাতীর কাছে। গিয়ে বললে—হাতী ভাই। তুমি জল শুষে নেবে? জল আমার একটু উপকার করতে চায় না।

হাতী উত্তরে বললে,—না ভাই, আমি জল শুষতে পারব না।

এবার টুনটুনি গেল ইঁদুরের কাছে। গিয়ে বললে,—ইঁদুর ভাই, ইঁদুর ভাই! তুমি হাতীর দাঁত কাটবে? হাতী আমার একটু উপকার করবে, তাতে সে নারাজ।

ইঁদুর টুনটুনির কথায় রাজী হল না।

টুনটুনি তখন এক বিড়ালের কাছে গেল। টুনটুনি বিড়ালকে গিয়ে যেই বললে—ভাই বিড়াল! তুমি একটা ইঁদুর মারবে?—বিড়াল তো মহা খুশী। অমনি সে রাজী হয়ে টুনটুনির সঙ্গে চলল ইঁদুর মারতে।

ইঁদুর টুনটুনির সঙ্গে বিড়ালকে আসতে দেখে ভয়ে ছুটল হাতীর দাঁত কাটতে। হাতী ভয় পেয়ে ছুটে গেল জল শুষতে। জল হাতীর ভয়ে গেল আগুন নেভাতে। আগুন জলের ভয়ে গেল লাঠি পোড়াতে। লাঠি গেল রাজার পিঠে পড়তে। লাঠির ভয়ে রাজা মশাই টুনটুনির নালিশ শুনলেন। তিনি

আদেশ দিলেন—নাপিত টুনটুনির ঠোঁটের কাঁটা এখনই বার করে দিক। নইলে তাকে শূলে দেব।

শূলে জীবন হারাবার ভয়ে নাপিত বললে,—এস ভাই টুনটুনি! তোমার ঠোঁটের কাঁটা আমি এখনই তুলে দিই।



এই বলে টুনটুনির ঠোঁটের কাঁটা নাপিত তার নরুন দিয়ে ফুস্ করে তুলে দিলে। টুনটুনির বেদনা চলে গেল। সে তখন মনের সুখে এ-গাছে ও গাছে বসে গান করে ফিরতে লাগল।

॥ অনুশীলনী ॥

১। টুনটুনির গল্প নিজের ভাষায় বল।

২। বিড়াল টুনটুনির এক কথায় রাজী হয়ে গেল কেন?

৩। কিসের ভয়ে শেষে নাপিত কাঁটা বার করতে রাজী হল?

৪। বানান কর :—যন্ত্রণা, ধাক্কা।

ছোট নদী

আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধারে উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।
চিক্ চিক্ করে বালি, কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।
আর-পারে আমবন, তালবন চলে,
গাঁয়ের বামুনপাড়া তারি ছায়াতলে।
তীরে তীরে ছেলে মেয়ে নাহিবার কালে
গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।
সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে
আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোটো মাছ ধরে।
বালি দিয়ে মাজে থালা, ঘটিগুলি মাজে,
বধূরা কাপড় কেচে যায় গৃহকাজে।
আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভর-ভর—
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।
মহাবেগে কলকল কোলাহল ওঠে,
ঘোলাজলে পাকগুলি ঘুরে ঘুরে ছোটে।
দুই কূলে বনে বনে প'ড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ অনুশীলনী ॥

১। বৈশাখ মাসে ছোট নদীতে কি পরিমাণ জল থাকে? ২। নদীর ধারটি কেমন? সেখানে কোন্ ফুল ফুটে? ফুলগুলির রঙ কেমন? ৩। নদীর অপর পাড়ে কোন্ কোন্ গাছের বন? ৪। সেই বনতলে কোন্ পাড়া? ৫। নদীর ধারে ছেলেমেয়েরা স্নান করার সময় কি করে? ৬। বর্ষায় নদীটি কি রূপ ধারণ করে?



পাড়াগাঁয়ের ঝড়

বিকেলের দিকে হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করে কালবোশেখীর ঝড় উঠল। ধুলো, বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা আর খড় চারধার থেকে উড়ে সব বাড়ীর উঠন ভরিয়ে ফেলল। দুর্গা আর অপু—দু ভাই-বোন দৌড়ল আম কুড়োবার জন্যে।

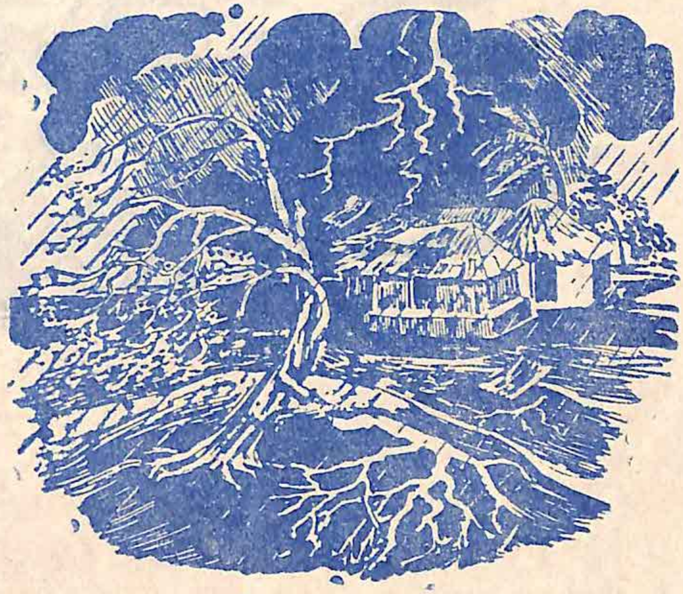
ধুলোয় চারিদিক ভরে গিয়েছে। সোঁ-সোঁ বোঁ-বোঁ শব্দে বাতাস বইছে। বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না! বাগানে শুকনো ডাল, কুটো আর বাঁশের খোলা উড়ে পড়ছে। বাঁশঝাড়ের মাথাটা একবার মাটি ছুঁচ্ছে, একবার আকাশে উঠছে।

অনেক কালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালের গাছ—গাছতলায় বনচালতা, ময়নাকাঁটা আর শেওড়া গাছের গভীর জঙ্গল। খুঁজতে খুঁজতে দুর্গা গোটা আট-দশ আম পেলে।

হঠাৎ সে বলে উঠল, "ওরে অপু, বৃষ্টি এল; আয়, আমরা এই গাছতলায় দাঁড়াই—এখানে বৃষ্টি পড়বে না।"

দেখতে দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ভেজা মাটির গন্ধ আসতে লাগল। ঝড় একটু যেন নরম পড়েছিল, তাও আবার বেড়ে উঠল।

কড়—কড়—কড়াৎ! —বাজ পড়ল। চোখের পলকের মধ্যে চারধার আলো হয়ে উঠল। অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরে বললে, "ও দিদি!"



দুর্গা বললে, "ভয় কি রে? রাম রাম বল্। রাম রাম রাম রাম—নেবুর পাতায় করম্‌চা, ও বৃষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা, ও বৃষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা—"

বৃষ্টির ঝাপটায় তাদের কাপড় চুল ভিজে টস্‌টস্ করে জল ঝরতে লাগল।

চারধারে শুধু মুষলধারে বৃষ্টিপতনের একটানা শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ের সোঁ-সোঁ রব, ডালপালার ঝাপটের শব্দ, মেঘের ডাক—কানে তালা ধরে যায়!

সঙ্গে সঙ্গে কড়্—কড়—কড়াৎ! অপু ও দুর্গার চোখ ঝলসে বিদ্যুৎ খেলে গেল! অপু ভয়ে চোখ বুজল।

(সংক্ষেপিত ও ঈষৎ পরিবর্তিত)

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ অনুশীলনী ॥

১। কালবৈশাখীর ঝড়ে অপু ও দুর্গা কি করেছিল? ২। দুর্গা কটা আম পেয়েছিল? ৩। বৃষ্টি শুরু হলে কি পড়ল? ৪। বৃষ্টি শুরু হলে "ও দিদি!" একথা অপু কেন বলেছিল? কাকে বলেছিল? ৫। বৃষ্টি শুরু হলে পর দুর্গা বারংবার কি বলেছে? কি কারণেই বা বলেছে, তা বল। ৬। বৃষ্টির ঝাপটায় অপু ও দুর্গার কাপড় ও চুলের অবস্থা কি হয়েছিল?



জল খেতে এক শেয়াল ভায়া
নামলো নদীর মাঝে,
চক্‌চকিয়ে পেটটি ভ'রে
পান করে জল আরাম ক'রে,—
টেরটি পেয়ে কুমীর এসে
কামড়ে ধরে পা যে।

চালাক শেয়াল টের পেয়ে তা
চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ সেথা,—
'কে এসে তুই বোকার মতো
ধরলি আমার লাঠি!'

ভাবলো কুমীর সোজাসুজি,
ধরেছে সে লাঠিই বুঝি,—
কামড় ছেড়ে আবার তেড়ে
ধরতে গেলে পা-টি।



চালাক শেয়াল তড়াক্ ক'রে
লাফিয়ে উঠে ডাঙার 'পরে
মুচ্‌কি হেসে বললে তারে,—
'কুমীর বোকা ভারি।'
কুমীর তখন করবে কি আর,
বোকার মতো চায় চারিধার ;
চালাক শেয়াল খোশ মেজাজে
চলল নিজের বাড়ী।

—সুনির্মল বসু

॥ অনুশীলনী ॥

১। শেয়ালের পা কে কামড়ে ধরেছিল ?
২। কি করে শেয়াল ছাড়া পেল ?
৩। মুচ্‌কি হেসে শেয়াল কুমীরকে কি বলেছিল ?



স্+ব্+আ=স্বা
স্+থ্+য=স্থ্য } স্বাস্থ্য   ণ্+ট=ণ্ট ঘণ্টা

[স্বাস্থ্যপুরের রাজসভা। রাজসভায় দুটি সিংহাসন। সিংহাসনের একটিতে বসেন রাজা, অন্যটিতে রাণী। সেখানে বসে রোজই তাঁরা কত অপরাধীর বিচার করেন। যারা স্বাস্থ্য ভালো রাখায় অবহেলা করে, নোংরা থাকে, ময়লা জামা-কাপড় পরে, ভালো খাবার খায় না,—তাদের বিচার রোজই এই রাজসভায় হয়ে থাকে।]

[সেদিনও বিচার হবে। বিচারে সাক্ষ্য দেবার জন্যে অনেকে সেখানে এসেছে। সাক্ষী হচ্ছেন—ঘড়িবাবু, বালতিরাম, দাঁতনকাঠি, আটারাম, পালংকুমারী, ছানারাণী, গাজর সিং, মুলো সিং, ছোলা সিং, দুধকুমারী, টমাটো মশাই, কমলারাণী। কয়েকজন ব্যায়ামকারীও সাক্ষ্য দিতে এসেছে। রাজা-রাণী তখনও আসেন নি। তাঁরা এলেই রাজসভায় বিচার শুরু হবে।]

[এমন সময় বাজনা বেজে উঠল। দূরে দেখা গেল—রাজা ও রাণী আসছেন। তাঁরা সভায় এসে সিংহাসনে বসলেন।]

প্রহরী—মহারাজ! নালিশ আছে। কাল একজনকে ধরে আনা হয়েছে। ছোট ছেলে। সে কিনা রাত দশটায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল! সে নাকি স্বাস্থ্যপুরের অনেক নিয়ম ভেঙেছে। ছেলেটির নাম সুশীল।

রাজা—তাই নাকি! তবে তো তার বিচার করতে হয়। অপরাধীকে হাজির কর।



[দুজন প্রহরী সুশীল নামে একটি ছেলেকে
ধরে এনে রাজার সম্মুখে
হাজির করল।]

রাজা—কি হে সুশীল! রাত্রে ঘুমোবার কথা। তুমি না ঘুমিয়ে রাত জেগে কি করছিলে বল দেখি?

সুশীল—মহারাজ! স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্যে এত নিয়ম তো মেনে চলি রোজ। এই একটিমাত্র অপরাধ হয়ে গেছে।

রাজা—আচ্ছা, সাক্ষী-সাবুদদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখছি, তুমি খাওয়া-দাওয়ার কোন নিয়ম মেনে চল কি না। ঘড়িবাবু, আপনি তো সাক্ষী। বলুন আপনি কি জানেন?

ঘড়িবাবু (প্রথম সাক্ষী)—মহারাজ! রাত্রিতে সাড়ে ন-টার সময় আমি যখন শোবার ঘন্টা বাজাই, তখন অন্য সব ছেলেমেয়ে শুতে যায়। কিন্তু এ ছেলে যায় না।

রাজা—এবার বালতিরামকে ডাকা যাক।

বালতিরাম—মহারাজ ! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্যে আমি জল সরবরাহ করি। এই ছেলেটি কিন্তু জল পেয়েও খাবার আগে নোংরা হাত ধোয় না। রোজ স্নান করে না।

রাজা—এবার দাঁতনকাঠিকে ডাকো তো।

দাঁতনকাঠি—মহারাজ ! এ ছেলেটি ভালো করে দাঁত মাজে না।

রাজা—কি হে সুশীল ! তিনজন সাক্ষী তোমার বিরুদ্ধে তোমার সামনেই বললে যে, তুমি স্বাস্থ্য ভালো রাখার নিয়ম মেনে চল না। তোমার অপরাধ গুরুতর। তোমার কি বলবার আছে ?

সুশীল—মহারাজ। আমি না জেনে স্বাস্থ্যরক্ষার কয়েকটা নিয়ম মেনে চলিনি, সত্য কথা। কিন্তু আমি যে স্বাস্থ্য ভালো রাখার অনেক নিয়ম মেনে চলি, সে সাক্ষ্য দেবে—আটারাম, ছানারাণী ইত্যাদি অনেকে ! তাদের একে একে ডাকুন, হুজুর।

রাজা—বেশ, তা ডাকছি। আটারাম !

আটারাম—মহারাজ ! এই ছেলে আটা খেতে খুব ভালবাসে।

ছানারাণী—ছানা খেতেও ছেলেটি খুব ভালোবাসে। প্রায়ই এ ছেলে কাঁচা ছানা খায়।

গাজর সিং, মূলো সিং—মহারাজ ! আপনার এই আসামী গাজর আর মূলো খেতে বড় ভালোবাসে।

পালংকুমারী—মহারাজ ! শীতকালে ছেলেটি নিয়মিত পালং শাক খায়।

টমাটো মশাই—মহারাজ। আমাদের সঙ্গে এ ছেলের খুব ভাব। শীতকালে আমরাও ছেলেটির পেটে যাই।

কমলারাণী—আমার রসটাই তো আসল জিনিস। এমন উপকারী জিনিস কে আর কোথায় পাবে ? এই ছেলেটি শীতকালে আমার রস নিয়মিত খায়।

ছোলা সিং—মহারাজ ! আমিও সাক্ষ্য দিতে পারি। আমাকে আর আমার বন্ধু আদারামকে রোজ সকালে না খেলে ছেলেটি যেন শান্তি পায় না।

দুধকুমারী—আমি দুধকুমারী। মহারাজ! এ ছেলেটির চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে, ও আমায় কত ভালোবাসে। আমার তিনটি ভাই—দই, ঘোল, মাখন। তাদেরও এ ছেলে খুব ভালোবাসে।

ব্যায়ামকারীরা—মহারাজ! এই ছেলেটি রোজ ভোরে আমাদের সঙ্গে কুস্তি লড়ে,—ব্যায়াম করে।

রাজা—(সুশীলের দিকে চেয়ে) তোমার পক্ষেও অনেক ভালো ভালো সাক্ষী আছে দেখছি। আচ্ছা, এবার তোমায় মাপ করা গেল। স্বাস্থ্য ভালো রাখবার কয়েকটি নিয়ম তুমি যেমন ভেঙেছ, তেমনি কতকগুলো ভালো নিয়ম পালন করেছ। তবে জেনে রেখো, যে কটি নিয়ম তুমি ভেঙেছ, তা ভাঙবার নয়। সেগুলো আর ভেঙো না, বুঝলে?

সুশীল—প্রতিজ্ঞা করছি, মহারাজ! আর কোনোদিন আমি স্বাস্থ্য ভালো রাখবার কোনো নিয়মই ভাঙব না!

॥ অনুশীলনী ॥

১। স্বাস্থ্যপুরের রাজসভায় কিসের বিচার হত, কারা বিচার করতেন?

২। সুশীলকে কি অপরাধে রাজসভায় আনা হয়েছিল, তা বল।

৩। সুশীলের বিচারে সাক্ষ্য দেবার জন্যে কে কে রাজসভায় এসেছিল?

৪। সাক্ষীরা সুশীল সম্পর্কে কিরূপ সাক্ষ্য দিয়েছিল?

৫। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে কি কি সবজি ও ফল খাওয়া দরকার?

৬। বানান কর :—স্বাস্থ্য, শীত, পরিচ্ছন্ন, প্রতিজ্ঞা।



আম পাকে বৈশাখে, কুল পাকে ফাগুনে,
কাঁচা ইঁট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।
রোদে জলে টিকে রঙ, পাকা কই তাহারে,
ফলারটি পাকা হয় লুচি-দধি আহারে।
হাত পাকে লিখে লিখে, চুল পাকে বয়সে,
জ্যাঠামিতে পাকা ছেলে বেশী কথা কয় সে।
লোকে কয় কাঁঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে ?
বুদ্ধি পাকিয়ে তোলে লেখাপড়া গিলিয়ে।
কান পাকে, ফোড়া পাকে, পেকে করে টন্‌টন্‌,
কথা যার পাকা নয়, কাজে তার ঠন্‌ঠন্‌।
রাঁধুনী বসিয়া পাকে পাক দেয় হাঁড়িতে,
সজোরে পাকালে চোখ ছেলে কাঁদে বাড়ীতে।
পাকায়ে পাকায়ে দড়ি টান হয়ে থাকে সে,
দুহাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে।

—সুকুমার রায়

॥ অনুশীলনী ॥

১। আম কি মাসে পাকে ? ২। কুল কি মাসে পাকে ? ৩। কাঁচা ইঁট কি উপায়ে 'পাকা ইঁট' হয় ? ৪। পাকা রঙ, কাকে বলে ? ৫। পাকা ফলার কাকে বলে ? ৬। চুল কখন পাকে ?

অজয় ও বিজয়

ন্‌+ম=ন্ম জন্মদিন

আজ দিনটি খুব আনন্দের। বিজয়ের জন্মদিন। বিজয়ের দাদা অজয় বিজয়কে অনেক বই দিলেন। জন্মদিনের উপহার। আনন্দে বিজয় জড়িয়ে ধরল দাদাকে। অজয় বললেন, "ভাই, মন দিয়ে পড়ো। বই পড়লে কত কি জানতে পারবে।"

বিজয় বললে, "দাদাভাই! তখন তুমি আমাকে আরও বই দেবে?"

অজয় হেসে বললেন, "নিশ্চয়ই।"

বিজয় তার বাবাকে বললে, "বাবা, কাল থেকে আমি বিদ্যালয়ে পড়তে যাব।"

বিজয়ের কথা শুনে বাড়ীর সবাই খুব খুশী হলেন।

বিজয়ের বাবা বললেন, "অজয়, কাল তুমি ছোট খোকাকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যেও। ওকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ো।"

অজয় খুশী হয়ে বললেন, "বেশ, তাই হবে।"

গরমের দিন। সকালে বিদ্যালয় বসে। অজয় আর বিজয় বিদ্যালয়ে রওনা হল।

গ্রামের পথে চলতে চলতে বিজয় অজয়কে বললে, "দাদা, ঐ মানুষটি মাঠে কি করছেন?"

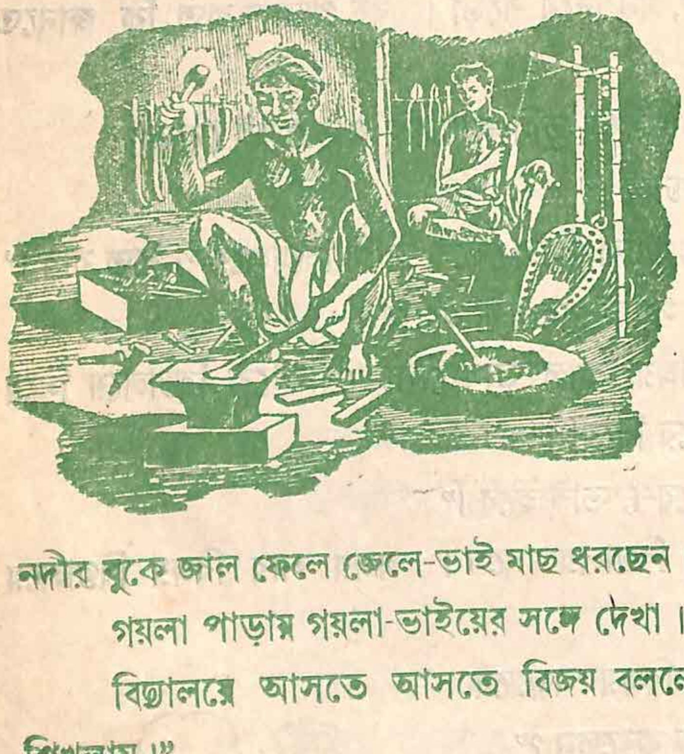


অজয় বললেন, "উনি চাষী-ভাই। গরুর কাঁধে লাঙল দিয়ে জমি চাষ করছেন। চাষী-ভাইয়েরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলান। সেই ফসল খেয়ে আমরা বাঁচি।"

বিজয় কুমোর পাড়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলে—কুমোর-দাদারা চাকা ঘুরিয়ে কি করে মাটির জিনিস তৈরি করেন।

তাঁতী পাড়ায় দেখলে—তাঁতী-ভাইয়েরা কি উপায়ে তাঁত চালিয়ে কাপড় বোনেন।

ছুতোর পাড়ায় ছুতোর-ভাইদের কাঠ কাটার ঘট্‌ঘট্‌ আওয়াজ। কেউ বা করাত দিয়ে কাঠ চিরছেন ঘসর ঘসর আওয়াজ করে। তৈরী হবে খাট, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, আলনা—আরো কত কি।



কামার পাড়ায় ঢুকতেই ঠং ঠং শব্দ। আগুনে লোহা পুড়িয়ে সেই লোহার উপরে হাতুড়ি পিটছেন কামার-দাদা। তৈরী হবে দা, কোদাল, কুড়ুল, খুরপি, খুন্তি, আরো কত দরকারী জিনিস।

পথে পড়ল ছোট নদী। নদীর বুকে জাল ফেলে জেলে-ভাই মাছ ধরছেন। ধোপা-ভাই কাচছেন কাপড়।

গয়লা পাড়ায় গয়লা-ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। দুধ নিয়ে যাচ্ছেন।

বিদ্যালয়ে আসতে আসতে বিজয় বললে, "দাদা, সারা পথে কত কি যে শিখলাম!"

অজয় বললেন, "আরও অনেক শেখবার আছে। বড় হও, দেশে বিদেশে ঘুরে নিজের চোখে এমনি করে সব দেখে শিখবে।"

॥ অনুশীলনী ॥

১। চাষী-ভাইয়েরা সমাজের কি উপকার করেন?

২। কুমোর-দাদা, তাঁতী-ভাই, ছুতোর-ভাই, কামার-দাদা, জেলে-ভাই, ধোপা-ভাই, গয়লা-ভাই—এঁদের কার কি কাজ?